সুতনুকা

সুতনুকা

সায়ংকালে সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, ম্লান চাঁদ হাসছিল, মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। উদাস আমি আমার প্রিয়তমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নিঃসঙ্গ এবং মর্মাহত, সাগরসৈকতে হাঁটছিলাম, এবং কড়ি কুড়াচ্ছিলাম। যা মনকে সংবেশ করছিল। ক্লান্ত হয়ে বসে অগণনীয় ঢেউ গুণছিলাম। অবুঝের মত পানিতে হাত দিয়ে চাঁদকে স্পর্শ করব এমনসময় এক অপরূপা আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কা’র জন্য অপেক্ষা করছ?’

আমি চমকে ওর পানে তাকিয়ে জবাব দিলাম, ‘আমি আমার প্রিয়তমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।’

অপরূপা একটা পাথরে বসে আমার পানে তাকিয়ে হাসতে থাকলে, আমি এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমি জানতে ইচ্ছুক, কে তুমি কি?’

‘বিরহিণী আমি আমার প্রিয়তমের জন্যে অপেক্ষা করছি।’ ম্লানহাসি হেসে বলল, ‘বস।’

আমি বালোতে বসে কড়ি নিয়ে খেলতে শুরু করে আড়নয়নে তাকিয়ে বললাম, ‘ইতিপূর্বে তোমাকে দেখিনি।’

‘এখানে কি সচরাচর আস?’ বলে ও মৃদু হাসল।

‘হ্যাঁ।’

‘তুমি কি নিঃসঙ্গ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোমার ভাষায় মর্মব্যথা বিদ্যমান, কেন বলবে?’

আমি ওর পানে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, ‘প্রেম হল একটা শব্দ মাত্র, তাইনা?’

‘হ্যাঁ, প্রেম একটা শব্দ মাত্র।’ বলে বিচলিত হয়ে মাথা দোলাতে শুরু করল।

আমি পাথরে পিঠ রেখে সাগরে কড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বললাম, ‘প্রেম হল প্রেমময়, কিন্তু কাম হল ঘৃণাময়।’

ও আমার পানে ফেরিশতাহাসি হেসে বলল, ‘তুমি মর্মাহত, তাইনা?’

‘হ্যাঁ, আমাকে আমার প্রিয়তমা মর্মাহত করেছে।’

‘আমিও মর্মাহত।’ বলে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

সুতনুকা

আমি চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে বললাম, ‘কেন প্রেমে মজেছিলাম হুতাশনে দগ্ধ হবার জন্য!’

ও পিছন ফিরে জবাব দিল, ‘প্রমা হল নন্দে পূর্ণ এবং প্রেম হল নন্দিত হবার জন্য।’

‘জানি! তাই নন্দিত হবার আশায় আনন্দ খুঁজে আমি নিরানন্দ হয়েছি।’

‘নৈরাশ হইওনা।’

‘নৈরাশ আমি মর্মাহত। নয়ন স্বপ্নহীন আমার জন্য রজনী কষ্টদায়ক বিচ্ছেদেরক্ষণ যন্ত্রনাদায়ক।’

ও পিছু হাঁটতে হাটতে ভাবিক সুরে বলল, ‘আমি তোমাকে কি বলে ডাকব?’

আমি লাফ দিয়ে ওঠে জবাব দিলাম, ‘কি বলে ডাকতে চাও?’

ও আমার পানে তাকিয়ে দুষ্টুহাসি হেসে বলল, ‘প্রেমী বলে ডাকি?’

‘আহ্, বড্ড লাগেছে।’

‘আমি কি করলাম!’ বলে খিল খিল করে হাসতে শুরু করল।

‘আমি জানি তুমি নরফাঁদ। কিন্তু দয়াকরে ভোঁয়া ধরে টান দিয়না, জবর ব্যথা লাগে।’

‘আমার প্রেমী আর কখনো ফিরে আসবেনা।’

‘আমিও অপেক্ষা করছিলাম মাত্র।’

‘কা’র জন্য?’

‘উদাসিনীর জন্য।’

‘কেন?’

‘আমি চাই দুঃখ ব্যথার ভাগ করি।’

‘আমার সাথে ভাগ করবে?’

‘তুমি এক প্রমা।’

ও হাসতে হাসতে বলল, ‘তুমি আমাকে প্রিয়তমা ডাকতে পারবে।’

আমি আমার বুকের বামপাশে হাত রেখে বললাম, ‘এখন তুমি আমার হৃদয় ধরে টানছ, এবং আমার পেটে কাতুকুতু হচ্ছে।’

সুতনুকা

‘কেন?’

‘প্রিয়দর্শিনী তুমি স্বপ্নের রানী।’

‘হয়ত, কিন্তু তুমি হলে হস্তপূর্ণ এবং আমি তোমার বাহুতে আবদ্ধ হেত চাই। দয়া করে এগিয়ে এসে বল, রূপসী আমি তোমাকে ভালবাসি।’

‘আমি বলতে চাই কিন্তু তুমি হলে মানবিকা।’

‘নিঃসঙ্গ আমি এক ডাকেরসুন্দরী মাত্র।’

‘যৌবনমদমত্তা…।’

‘আমাকে একটা কবিতা শুনাও।’

‘আমি এক ব্যর্থ প্রেমিক।’

ও কাছে এসে অনুপলে অধরচুম্বন করে বলল, ‘এখন কি?’

আমি ধপাস করে বালিতে বসে বললাম, ‘ওটা কি ছিলগো?’

ও অট্টহাসি হেসে বলল, ‘উজ্জীবনের চুম্বন।

আমি দুহাত উচিয়ে মিনতি করে বললাম, ‘আমাকে আমার গন্তব্যে নিয়ে যাও।’

ও হাসতে হাসতে বলল, ‘সবাই বাঁচার জন্য মরনপণ করে। তুমি কেন মরতে চাও?’

‘আমি মরতে চাই, কারণ….।’

ও অধীর হয়ে বলল, ‘কথাগুলো বল?’

আমি হাসতে শুরু করে বললাম, ‘আমাকে তোমার সাথে কাম করতে দাও। আমি তোমার কামনাকে ক্লান্ত করব নন্দিত তোমাকে প্রাণবন্ত।

‘হে নামহীন।’

আমি হাঁটতে শুরু করে হাত নেড়ে জবাব দিলাম, ‘আমাকে প্রিয়তম বলে ডাক, ফিরে তাকাব।’

‘তোমার নাম বললে, আমরা নিধুবনে প্রবেশ করব।’

‘আমি চাই আমার প্রিয়তমা আমার সাথে প্রেম করুক, আমি যেমন করে প্রেম করতে চাই।’

ও ডেকে বলল, ‘আমাকে ভালোবাসা শিখাও, আমি তোমাকে ভালবাসবো।’

সুতনুকা

‘ঘাটের-মড়া মনকে প্রেম উজ্জীবন করে এবং প্রিয়তমা হল প্রেমের জন্য।’

‘ফিরে তাকাও, দৌড়ে আমি তোমার উরে আসব।’

‘পথচারী আমি পথ চলছি, ধরা প্রেমহীন, উদাস আমি হতাশ করেছে প্রিয়তমা হল নন্দে পূর্ণ তুমি নন্দিনী তোমাকে আমি ভালবাসি।

‘তোমার দুঃস্বপ্নের মাঝে আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনা। তাই পিছন ফিরে তাকাও এবং আমাকে উরে টান।’

‘ডান হাত মনের উপর রেখে গলারজোরে বল, পথিক তোমাকে আমি ভালবাসি। ভালবাস আমাকে যেমন করে আমি ভালোবাসা চাই এবং নিঃসঙ্গতা সমাপন হবে ভালোবাসায়।’

ও দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘ভালবাসি তোমাকে আমি ভালবাসা চাই তুনপরশ দিয়ে কামানল নিভাও তনুরসে।’

আমি ওর মুখের পানে তাকিয়ে দুষ্টুহাসি হেসে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, ‘চল, মধুবনে কামকেলি করব নিধুবনে সশরীরে স্বর্গভোগ।’

সমাপ্ত